বলো দেখি—
নতুন বাড়ীটা তা'র আগেকার জন্মকথা ভুলে যাবে কি না ?—
তুমি আমি যেমন ভুলেছি,
এমনি ও' ভুলে যাবে কি না ?
ওর সঙ্গে মিশে যেতে পাই—
গভীর নিশুতি রাতে
নতুন বাড়ীর লোক সকলেই যখন ঘুমোবে
আমরা দু'জন ব'সে গোপনে মনের কথা ক'বো।
তোমাদের ঈশ্বরকে ব'লে ক'য়ে এইটুকু ক'রে দিতে পারো ?
এ তো আর দয়া নয়—নয়ই বা কেন ? দয়াই তো ;
তবে বাঁচাবার নয়, মা'র্‌বার দয়া—
এ-দয়ার খ্যাতি তাঁর আছে।

স্বামী

যেখানে রেল লাইন ক্ষেতের ভিতর দিয়ে বহু দূর চলে গিয়েছে, ঠিক তারি পাশেই ছোট একটা বর্ম্মাবস্তি। মেল ট্রেণ সেখানে থামে না, থামে শুধু মেমিওয়র লোক্যাল ট্রেণ।

দু ধারে সারি সারি ঘর আর তার ওই বক্ষ চিরে গিয়েছে লাল কাঁকরে বাঁধান ছোট্ট রাস্তাটি। ধানী পাতার ছাওয়া ঘরগুলি কাঠের পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। অতি বর্ষায় কারও কারও ঘরের চাল ফুঠে হ'য়ে বাদল ঝরতে থাকে ; আবার জ্যোৎস্না রাতে

চাঁদের আলো তাদের আগমন জানিয়ে যায়। ঘরের আশে পাশে ভেতরের সব জায়গায়ই আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ। তার ভেতর ঐ সব মজুর অনেক দিন থেকে বাস ক'রে আস্‌ছে। তবু তারা থাকে বড্ড গরিব কি না। ঠাসা ঠাসি গাদা গাদি ক'রে তারা থাকে তবু কেউ সীমা নিয়ে ঝগড়া বাধিয়ে বসে না।

রাস্তাটা এঁকে বেঁকে চলে গেছে টানাওবের শেষ প্রান্তে। টানাওর ছোট গ্রাম, তবু তার ভেতর একজন প্রতাপশালী অধিবাসী থাকাতে গ্রামের সমৃদ্ধি অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে।

গ্রামের মাঝখানে ল্যাওনের বাড়ী। তিনি গ্রামের একজন ধনী প্রতাপশালী ব্যক্তি, তিনি তার সুবিধার জন্যে রাস্তাটা বাঁধিয়ে দিয়েছেন—তার ছেলে মেয়ের স্কুলে যায় মোটরে ক'রে। কাঁচা রাস্তায় যেতে অসুবিধা। ছোট অবস্থার লোকেরা মোটরের দিকে চেয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। কারুর হয়ত হিংসা হয়……লাল ধুলো উড়িয়ে মোটর রোজই চলে যায় পেছনে রেখে যায় শুধু চাকার দাগগুলো। খেলারত ছেলেরা দেখতে থাকে সুন্দর চাকার দাগগুলো—কেউ বা খানিকটা মুছে দেয় আর কেউবা মোটরের পেছনে দৌড়ে ভেঁপুচাতে থাকে ভোঁ ভোঁ…মোটর বহু দূর চলে গেলে আবার ফিরে আসে।

বস্তির লোকেরা দিনের বেলায় কলে খেটে পরিশ্রান্ত হ'য়ে, ভর পেট খেয়ে রাত্রিতে শীগ্‌গির ঘুমিয়ে পড়ে। তাদের দিন নেহাৎ মন্দ কাটে না। শুধু রাতের নীরবতায় দিনের কোলাহল থেমে গেলে এক বাড়ী থেকে আওয়াজ আসে খক্…খক্…খক্…পাড়ার লোকদের অসুবিধা হয়—স'য়ে গেছে।

ভোরে উঠেই লি-ফুন তৈরি পিঠে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে পাড়ায় ফেরি করবার জন্যে টুকরি হাতে নিয়ে। ডাক্‌তে ডাক্‌তে চলে—"চাই নারকোলের পিঠে"। চিলগুলো মাথার উপর ঘুরতে থাকে—লি-ফুন

হাতের ছড়িখানা ঘুরুতে ঘুরুতে চল্‌তে থাকে—চিলগুলো ভয় পেয়ে আর কাছে আসবার সাহস পায় না।

লি-ফুনের ডাক শুন্‌লেই ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা মা বাপকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে পয়সার জন্যে ; কেউ বা আনে আর কেউ বা মুখখানা আঁধার করে চলে আসে। যারা পয়সা পায় তারা কেনে' গণ্ডগোল করে খেতে থাকে আর যাদের পয়সা নেই তারা ক্রেতাদের দিকে চেয়ে থাকে লোলুপ দৃষ্টিতে।

রাস্তার মোড়ে একখানা চালা ঘরে চায়ের দোকান। কেট্‌লিতে চায়ের জল গরম হচ্ছে। ধোঁয়া বেরিয়ে আস্‌ছে শোঁ শোঁ ক'রে। খুঁটিগুলির ওপরে দু সারি পেয়ালা ঝুলান রয়েছে থেকোর ওপর। খদ্দেররা ভির জমিয়ে টেবিলের চার ধারে পুরানো বেঞ্চগুলিতে ব'সে আছে চা-পানের আশায়। টেবিলের উপর এক রাশ ধূলো। সেই সময় লি-ফুন যাচ্ছিল "চাই নারকলের পিঠে" ডাক্‌তে ডাক্‌তে। তারা ফিস্‌ ক'রে কথা ব'লে ওর দিকে চেয়ে ফেরিওয়ালীর রূপ দেখে থ হ'য়ে গেছে। কেউ কেউ বা তাকে ভাল ক'রে দেখে নেবার আশায় দু-এক পয়সার কেনে—

তার পেলব গঠন, জোড়া ভ্রুধনু, ফুট্‌ ফুটে রং দেখে তারা অবাক্‌ হয়ে যায়। সর্‌কারী ডাক্তার রোজ সেখানে আস্‌তো চা খেতে। গ্রামে তার বেশ সুনাম, বলে—লি-ফুন্‌, কেন তুই মিছিমিছি সেই রোগাটাকে নিয়ে ঘর ক'রছিস্‌ ? তোর এ সব কষ্ট দেখলে—

লি-ফুনের চোখ দুটো দিয়ে আগুন বেরুতে থাকে ! ডাক্তারের কথা তার মুখেই থেকে যায়। লি-ফুন টুক্‌রি হাতে নিয়ে উঠতে চায়। কেউবা দু এক পয়সার কিনে খানিকটা বসিয়েনেয়। ডাক্তার শুধু নীরবে ঢোক গেলে তার দিকে চেয়ে।

পিঠে বেচে দুপুরের রোদে লি-ফুন বাড়ীতে যায়। তার প্রাণ

খিদেয় আই ঢাই কর'তে থাকে। তার স্বামী আবদুল রেগে চেঁচিয়ে বলে, "হারাম জাদি, তেষ্টায় আমার ছাতি ফেটে গেলো তুই এতক্ষণ কোথায় ছিলি?" লি-ফুন নীরবে কাজে লেগে যায়; ভাবে—কি বদরাগী আবদুল।

রান্না হোয়ে গেলে দু-জনে এক সাথে খেতে বসে। আবদুলের দেরী সয় না, সে গোগ্রাসে সব মুখে তুলে নেয়। লি-ফুন আপত্তি করে না; ভাবে—যদি খেয়ে কোন রকমে বাঁচে। দু-চোখ তার জলে ভরে আসে;চোখ মুচ্‌তে মুচ্‌তে উঠে দাঁড়ায়।

ঘরে চাল নেই, খাবার ওষুধ নেই, রোগীর পথ্য নেই। আবদুল আজ এক মাস ধরে শয্যাশায়ী। কারখানায় যেতে পারে না ঘরে যা ছিল তা এরই মধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেছে। লি-ফুন স্বামীর দেওয়া সোনার হারটি নিয়ে বেরিয়ে আসে-আষাড়ের মেঘের মত মুখখানা করে'; বেচবার ইচ্ছা ছিল না,—স্বামীর আদরের দেওয়া জিনিষ না বেচে উপায় নেই। ধীরপদবিক্ষেপে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসে।

আবদুল বিছানায় শুয়ে ছট্ ফট্ করে আর কাশে খক্ খক্ খক্। মুখ দিয়ে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। বিছানা পত্র লাল হ'য়ে যায়, ভাবে সুদূর সেই ক-বছর আগেকার কথা।

সেই বাঙলা দেশের শ্যামল মাঠের কথা, তার বাড়ীর কথা, মা বাপ ভাই বোনের কথা। সাত বছর আগে এমনি দিনেই একজনকে খুন করে এ দেশে পালিয়ে আস্‌বার কথা—সেই থেকে তার বার্ম্মায় বাস। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে সে অস্থির হ'য়ে পড়ে আর কেবল কাশে খক্ খক।

লি-ফুং সোজা রাস্তা ধ'রে চলে যায় গ্রামের জমিদার লাউনের বাড়ীতে। লাউনের বড় ছেলে বেশ ক'রে হাতিয়ে খতিয়ে দাম বলে দেয়, জিজ্ঞাসা করে—বেচ্ছ কেন? উত্তর দেয় স্বামীর অসুখ—

ঐ কল আদমিত—তার জন্যই এত ? ঢোক্ গেলে, আবার ব'লতে থাকে ফুন তোমার হার গাছা বেচে দরকার নেই আমি তোমার টাকা দিচ্ছি যদি আমার কথা শোন—তার চোখে বুভুক্ষুর চাউনি।

লি-ফুন সব বুঝতে পারে—বলে—আপনার টাকা আমি নেব কেন ? আমার হারগাছা রেখে যা' দেবার দিন। চোখে তার ঘৃণার চাউনি।

সে অনিচ্ছা সত্ত্বে টাকা বের ক'রে দেয়।—

লি-ফুন টাকা নিয়ে বেরিয়ে আসে।—

কিছু চাল ডাল কিনে নিয়ে বাড়ীতে চলে যায়। ঘরে গিয়ে দেখে আব্দুল ঘুমিয়ে পড়েছে। ডাকদিয়ে ঘুম ভাঙ্গায় না।

শরৎ গিয়েছে—শীত এসেছে। শীতের প্রকোপ কিছু বেশী।

লি-ফুন সারা রাত শীতে হি হি ক'রে কাঁপতে থাকে—ঘুম হয় না। ঘরে যে 'ছেঁড়া তু' একখানা গায়ের কাপড় ছিল তা' দিয়ে আব্দুলকে ঢেকেছে। বেচারা শুয়ে থাকে একখানা পাত্‌লা কাপড় গায়ে দিয়ে। শোঁ শোঁ করে শীতল বাতাস আসে ফুটো চালের ফাঁক দিয়ে। আব্দুল হাত দিয়ে দেখে লি-ফুন কাঁপছে ; জিজ্ঞেস করে—

"লি-ফুন কাঁপচ যে ?"

"বড় শীত"

"ঘরে আর কাপড় নেই ?"

"না"

আব্দুলের চোখ ফেটে অসমর্থের জলের বন্যা ছুটে আসে, তাকে জড়িয়ে ধরে কখন সে ঘুমিয়ে পড়ে কে জানে ?

ভোর পাঁচটা না বাজতেই লি-ফুনের ঘুম ভেঙ্গে যায়। চেয়ে দেখে রক্তে বিছানা ভিজে গেছে আর আবদুল মাঝে মাঝে কাশছে—

খক্ খক্ খক্। কেমন যেন শীর্ণ হ'য়ে গেছে সাড়া শব্দ নেই একদম।

লি-ফুন দৌড়ে ছুটল ডাক্তারের বাড়ী। ডাক্তার ঘুম থেকে উঠেনি। ডাক্তারের আশায় লি-ফুন দাঁড়িয়ে রইল। খানিক পরে ডাক্তারকে দেখে বল্‌ল "ডাক্তার বাবু আপনাকে যেতে হবে—আমার স্বামীর অবস্থা বড় খারাপ।"

—"পাঁচ টাকা ফিস্ দিতে হবে তা জানত ?"

—কিছু কম নিন না ডাক্তার বাবু। গরিব আমরা, কিছু কম নিন না—

ডাক্তার হেঁসে বল্‌ল তোমার কিছু দিতে হবে না যদি তুমি—

—যদি কি—

—কাছে সরে এস বলছি—

লি-ফুন ডাক্তারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ডাক্তার অম্‌নি খপ্ ক'রে হাত ধ'রে তার ওষ্ঠাধরে এক তপ্ত চুম্বন এঁকে দেয়—আর বলে— লি-ফুন—লি-ফুন তার হাত ছুড়ে মারে তার মুখে—ডাক্তার পেছিয়ে যায়—লি-ফুনের রাগে সমস্ত শরীর রি রি কোরে উঠে—ঔষধ না নিয়েই চলে যায়।

আবদুলের হুঁস হয়েছিল। লি-ফুন রাগে প্রথম কিছুই বল্‌তে পারে না। পরে আস্তে আস্তে ডাক্তারের অপমানের কথা খুলে বলে। তার চোখে তখন কি চাউনি !

আবদুল রাগে কাঁপতে থাকে, বলে—ভাল হ'লে এর প্রতিশোধ নেবেই নেবে। সান্ত্বনা দেয় লি-ফুনকে এই বলে। উত্তজনায় আবার কাশতে আরম্ভ করে গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে জমাট্ রক্ত সে নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে থাকে।

আবদুলের জীবন প্রদীপ নিবু নিবু—এই বুঝি প্রাণ বেরিয়ে যায়।

বাহিরে কুয়াশায় আচ্ছন্ন। চালের ফুটো বেয়ে কুয়াশা আশ্রয় করেছে ঘরে এসে।

লি-ফুন এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে আবদুলের দিকে। ভাবে সাত বছর আগেকার যুবা আবদুলের কথা—আর আজকাল কঙ্কাল সার রোগা পাণ্ডুর আবদুলের কথা—তার চোখে জল ছেপে আসে।

আবদুলের শরীর নিস্পন্দ—হিম—লি-ফুন নিশ্বাস দেখে, ধীরে আবদুলের প্রান বায়ু বেরিয়ে গেল। লি-ফুনের গগন-ভেদী চিৎকার কত দুর পোঁছেছিল কে জানে? বস্তির অন্য সবাই এসে দেখলে নিস্পন্দ দেহ আবদুল এ জগতের দেনা পাওনা চুকিয়ে অন্য জগতে চলে গেচে, আর তার বুকের ওপর—লি-ফুন মূর্চ্ছিতা।

"জগৎ বিলাস শিকদারের মৃত্যুতে"

—চিত্তরঞ্জন। দ্বিতীয়-বর্ষ বিজ্ঞান-'গ' শাখা।

২৮শে জুন ১৯১১ খৃঃঅব্দে ভবানীপুরে জগৎ বিলাস শিকদারের জন্ম হয়। তাহার পিতা উকিল হরবিলাস শিকদার মহাশয়। সে পিতার কনিষ্ঠ পুত্র এবং পিতা মাতার আদরের পুত্র। বাল্য কাল হইতেই জগৎ বিলাস পরিশ্রমী ও উৎসাহী হইয়া উঠিল। বাল্যকাল হইতেই বুদ্ধিমানের লক্ষণ ও তাহার মধ্যে প্রকাশ পাইল। তাহার পিতা সাউথ সুবারবন ভাল স্কুল বিবেচনা করিয়া তাহাকে সেই স্কুলে ভত্তি করাইয়া দিলেন। শিক্ষক মহাশয়ের নিকট ভাল ছেলে বলিয়া সে বিবেচিত হইল। সে ক্লাশ প্রমোশনে ভালই ফল করিত।